প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **নেত্রকোনা**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৫টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**বোয়াইল বাড়ি গ্রামস্থ প্রাচীনকীর্তিসমূহ** পুরাকীর্তির সংখ্যা- ৫টি (গেজেট অনুসারে)					
	(ক) ডেঙ্গু মিয়া ও নেয়ামত বিবির মাজার		কেন্দুয়া রোয়াইল বাড়ি	২৪°৩৭'০৩.৩" উ. ৯০°৪৭'০৭.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	রোয়াইল বাড়ি গ্রামে অবস্থিত ডেঙ্গু মিয়ার মাজারে বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক কোন ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট নেই। স্থানীয় কিছু লোক মাজারকে নতুনভাবে আধুনিক ইট দ্বারা নির্মাণ করেছেন। ডেঙ্গু মিয়া কে ছিলেন এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয় না।রোয়াইল বাড়ি গ্রামে বারদুয়ারী মসজিদ থেকে ৪৩ মিটার উত্তরে ইটের তৈরি একটি পাকা কবর আছে। এটি স্থানীয়ভাবে নিয়ামত বিবির মাজার নামে পরিচিত।
	(খ) কোট বাড়ী দুর্গ		কেন্দুয়া রোয়াইল বাড়ি গ্রাম	২৪°৩৭'০০.৪" উ. ৯০°৪৭'০০.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	রোয়াইল বাড়ি দুর্গ কোটবাড়ী দুর্গ নামেও পরিচিত। এ দুর্গের পশ্চিমে রয়েছে বর্তমানে মৃতপ্রায় বেতাই নদী। দুর্গের পূর্বাংশে রয়েছে ২টি বিশাল আকারের দীঘি। দীঘি থেকে পূর্বে দিকে ছিল পরিখা।
	(গ) বুরুজ ঢিবি		কেন্দুয়া রোয়াইল বাড়ি	২৪°৩৭'০৬.৯" উ. ৯০°৪৭'০৪.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	বেতাই নদীর পূর্বে অবস্থিত রোয়াইল বাড়ি দুর্গাভ্যন্তরের উত্তর পশ্চিম কোণে বুরুজ ঢিবি অবস্থিত। পাশের সমতল ভূমি থেকে এ ঢিবির উচ্চতা প্রায় ৭ মিটার। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আয়তাকার ১টি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ইমারতের উপরিভাগে ২টি কক্ষের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ ইমারত কাঠামো ছাড়াও দক্ষিণে প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও অন্যান্য ইমারতের কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ঘ) ছাদবিহীন ইমারত		কেন্দুয়া রোয়াইল বাড়ি	২৪°৩৭'০৫.০" উ. ৯০°৪৭'০৪.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	রোয়াইল বাড়ি গ্রামের বুরুজ ঢিবির পাশেই ছাদবিহীন ইমারত। এটি পাঁচটি কক্ষের সমন্বয়ে নির্মিত। ইমারতের খুব সামান্য অংশই এখন দাঁড়িয়ে আছে। যে অংশটুকু এখন দাঁড়িয়ে আছে সে অংশটুকু রোয়াইলবাড়ি ফাজিল মাদ্রাসার অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অংশটুকুতে পরবর্তীতে টিনের চালা দেয়া হয়। বাকী অংশ এখন প্রায় মাটি সমান হয়ে গেছে। এ ভবন কখন কার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় না।
	(ঙ) বড় দুয়ারী ঢিবি (রোয়াইল বাড়ি দুর্গ)		কেন্দুয়া বোয়াইল বাড়ি	২৪°৩৭'০১.২" উ. ৯০°৪৭'০৬.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	রোয়ালবাড়ি দুর্গের অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বড় দুয়ারী ঢিবি (বার দুয়ারি মসজিদ) অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে ১৫ গম্বুজ বিশিষ্ট বার দুয়ারি নামক মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উম্মোচিত হয়। যদিও এ স্থাপনাটির মোট ১১টি দরজা রয়েছে। মসজিদের দেয়ালের প্রশস্ততা ২ মিটার । উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৩ টি করে মোট ৬ টি এবং পূর্ব দেয়ালে ৫ টি প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের দেয়ালে পোড়ামাটির তৈরী অলংকরণ রয়েছে।